গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখা

মার্চ, ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ শাহগীর আলম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
সভার তারিখ	১২ মার্চ ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১০:০০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়
উপস্থিতি	সংযুক্ত: পরিশিষ্ট - 'ক'

সভাপতি জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া গত ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। কোনো সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রম দৃঢ়ীকরণ করা হয়। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে পরিচালিত চোরাচালান বিরোধী অভিযানের বিবরণঃ

সংস্থার নাম	পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	আটক মামলার সংখ্যা	আটককৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ	আটককৃত ব্যক্তির সংখ্যা	আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১। টাস্কফোর্স	১৪ টি	১৪ টি	ইয়াবা- ১১,২০০ পিস, বিয়ার- ১৭১৬ ক্যান ও ১১০৪ বোতল, মোবাইল- ০৭টি, নগদ অর্থ- ৩২,৪০০/- টাকা	২২ জন	০৩ টি	-
২। ২৫ বিজিবি, সরাইল	১২৮৮ টি	১২৯ টি	হুইস্কি- ২৬০ বোতল, গাঁজা- ৫০৫.৬ কেজি, ফেন্সিডিল- ১৫৩ বোতল, ইস্কফ- ৪৩১৪ বোতল, ইয়াবা- ১৪৩৪৪ পিস, বিয়ার ক্যান- ৩১ বোতল, বিভিন্ন প্রকার শাড়ি- ২৯৬ পিস, থ্রী-পিস- ৯৬ পিস, বিভিন্ন প্রকার প্রসাধনী সামগ্রী- ৭৭৫২ পিস, বিভিন্ন প্রকার চকলেট- ৫৬৩৮ পিস, চিনি- ৮৭০০ কেজি, হার্সে'স সিরাপ- ১১২ পিস, দা- ০১টি	০২ জন	০২ টি	
৩। ৬০ বিজিবি, সুলতানপুর	২৭৭২ টি	২১৬ টি	হুইস্কি- ৯৩০ বোতল, বিয়ার- ২৬ বোতল, গাঁজা- ৩৪৮ কেজি, ইস্কাফ সিরাপ- ২২১ বোতল, ইয়াবা ট্যাবলেট- ৪০ পিস, গরু- ১৩ টি, চিনি- ১৪৬১৯ কেজি, বাঁজি- ৫৩৬৬২ পিস, শাড়ি- ১০৬ কেজি, বিভিন্ন প্রকার কাপড়- ১৮ পিস, বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী- ৪৯৭ পিস, থ্রী পিস- ১২০ পিস, কফি- ১৭৭ কেজি, বিভিন্ন প্রকার চকলেট- ৪০১ পিস, রেজার কাপড়- ৮৮৫ মিটার, কসমেটিক্স- ৬৫৭ পিস, সরিষা তেল- ৯ বোতল, মোটরসাইকেল- ০১টি, মকমর ব্যাগ- ০৪ পিস, জুতা- ০৩ জোড়া, পোস্তদানা- ০১ কেজি, প্লাষ্টিকের ড্রাম- ০২ পিস, ল্যাকটোজেন- ০৪ পিস, স্যান্ডেল- ১৪ জোড়া, পার্সব্যাগ- ১১টি, ঔষুধ- ০৮ কৌটা, আমেরিকান ডলার- ৪০০০ ডলার, ভারতীয় রুপি- ৩১৩২০ রুপি, মোবাইল সেট- ০২টি, জিরা- ০৫ কেজি, প্যান্টের কাপড়- ১৫০ গজ, বাংলাদেশী মাছ- ১০৫৬ কেজি, বাংলাদেশী মশার কয়েল- ৫৮৫০ পিস, বাংলাদেশী মুড়ি ও চানাচুর- ১২৭ কেজি, বাংলাদেশী এনার্জি ড্রিংক- ১০৪ বোতল, বাংলাদেশী কার- ০১টি, বাংলাদেশী মুরগীর বাচ্চা- ৩০০০টি।	০২ জন	০২ টি	
৪। জেলা পুলিশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৪১২ টি	৬৬ টি	গাঁজা - ৩৮১ কেজি, ইয়াবা - ৪৮০৪ পিস, এস্কফ - ৩৩২ বোতল, হুইস্কি- ১৩ বোতল, বিয়ার- ৪৮ বোতল, বিদেশী মদ- ৩৭ বোতল, থ্রি-পিস- ২৭৮ পিস	৮৮ জন	৬৬ টি	
৫। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৬২ টি	১০ টি	গাঁজা -১৭ কেজি, ইয়াবা- ৬১৬ পিস, এস্কাফ সিরাপ- ৫৫ বোতল	১৫ জন	০২ টি	
৬। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১ টি	২৮০ টি	শাড়ী- ৫৫০ পিস, থ্রি-পিস- ৪৭০ পিস, নাইটি- ৮২০ পিস, ব্লাউজ- ৯০০ পিস, ব্রা- ৮০০ পিস, টি-শার্ট- ৭০০ পিস, শাল- ৫৭০ পিস	-	-	
৭। আখাউড়া রেলওয়ে থানা	২৩০ টি	০৫ টি	গাঁজা- ১৩.৫০০ কেজি	-	-	
বিবেচ্য ফেব্রুয়ারি, ২৩ মাসের মোট =	১৩,৯৭৯ টি	৭২০ টি	-	১২৯ জন	৭৫ টি	

বিগত জানুয়ারি, ২৩ মাসের মোট=	১৩,৯৯২ টি	৯৯০ টি	-	১৭৫ জন	১২৯ টি
হ্রাস/বৃদ্ধি =	হ্রাস ১৩ টি	হ্রাস ২৭০ টি	-	হ্রাস ৪৬ জন	হ্রাস ৫৪ টি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	**চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য স্থল/নৌ পথে অভিযান (PATROL) ও আটক (SEIZURE) মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:** জেলার চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবেচ্য ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে ৬৪৯৫টি অভিযানের মাধ্যমে ৩৭৫টি মামলায় মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন প্রকার চোরাই পণ্য আটক করা হয়, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ১২১টি, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৪৭ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৩৪টি। জানুয়ারি, ২০২৩ মাসে ৭৬১৭টি অভিযানের মাধ্যমে ৬৩৫টি মামলায় মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন প্রকার চোরাই পণ্য আটক করা হয়, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ১১৯টি, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৭২ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৬০টি। গত জানুয়ারি, ২০২৩ মাসের তুলনায় বিবেচ্য ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা ১১২২টি হ্রাস, আটক মামলার সংখ্যা ২৬০টি হ্রাস, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ০২টি বৃদ্ধি, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ২৫ জন হ্রাস এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ২৬টি হ্রাস পেয়েছে। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান।	চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে স্থল ও নৌ পথে পেট্রোল অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল/৬০ বিজিবি, সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর/আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. অফিসার ইন-চার্জ, আখাউড়া রেলওয়ে থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
২	**চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য CHECK POST-এ তল্লাশি ও আটক (SEIZURE) মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:** জেলার চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তরসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে ৩৪০৩টি চেকপোস্টে ৪২৭৪টি যানবাহনে তল্লাসির মাধ্যমে আটক মামলার সংখ্যা ৩২৭টি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ০৫টি, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৬০ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৪২টি। জানুয়ারি, ২০২৩ মাসে ২০২২টি চেকপোস্টে ৫৩৭৪টি যানবাহনে তল্লাসির মাধ্যমে আটক মামলার সংখ্যা ২২৯টি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ১১টি, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৭৪ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৬২টি। গত জানুয়ারি, ২০২৩ মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে চেকপোস্টের সংখ্যা ১৩৮১টি বৃদ্ধি, তল্লাশিকৃত যানবাহনের সংখ্যা ১১০০টি হ্রাস, আটক মামলার সংখ্যা ৯৮টি বৃদ্ধি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ০৬টি হ্রাস, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ১৪ জন হ্রাস এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ২০টি হ্রাস পেয়েছে। সভাপতি সকলকে অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানান।	মাদকের বিস্তার রোধ ও সকল ধরনের পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধে চেকপোস্টে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল/৬০ বিজিবি, সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর/আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. অফিসার ইন-চার্জ, আখাউড়া রেলওয়ে থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩	**আবাসিক স্থান/ব্যবসা স্থান/গুদাম ইত্যাদিতে পরিচালিত RAID-এর সংখ্যা ও আটক (SEIZURE) মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:** জেলার চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তরসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবেচ্য ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে আবাসিক স্থানে রেইডের সংখ্যা ৫৬৩টি, ব্যবসা স্থানে ৪০১টি, গুদামে ৪০০টি রেইডসহ মোট রেইড এর সংখ্যা ১৩৬৪টি, আটক মামলার সংখ্যা ২০টি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ২৯ জন, আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ২০টি। জানুয়ারি, ২০২৩ মাসে আবাসিক স্থানে রেইডের সংখ্যা ৪২৭টি, ব্যবসা স্থানে ৩১২টি, গুদামে ৩০৯টি রেইডসহ মোট রেইড এর সংখ্যা ১০৪৮টি, আটক মামলার সংখ্যা ২৬টি, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৩৩ জন, আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ২৬টি। গত জানুয়ারি, ২০২৩ মাসের তুলনায় বিবেচ্য ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে আবাসিক স্থানে রেইডের সংখ্যা ১৩৬টি বৃদ্ধি, ব্যবসা স্থানে রেইডের সংখ্যা ৮৯টি বৃদ্ধি, গুদামে রেইডের সংখ্যা ৯১টি বৃদ্ধিসহ মোট রেইডের সংখ্যা ৩১৬টি বৃদ্ধি পেয়েছে, আটক মামলার সংখ্যা ০৬টি হ্রাস, আটক পণ্য শুল্ক গুদামে জমা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা নেই, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ০৪জন হ্রাস, আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ০৬টি হ্রাস পেয়েছে। সভাপতি চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে রেইড পরিচালনা বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।	মাদক পাচার ও সেবন বন্ধসহ সকল ধরনের চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আবাসিক স্থান/ব্যবসা স্থান/গুদাম ইত্যাদিতে রেইড (Raid) পরিচালনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী ০৩টি উপজেলায় রেইড কার্যক্রম পরিচালনা জোরদারকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল/৬০ বিজিবি, সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর/আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. অফিসার ইন-চার্জ, আখাউড়া রেলওয়ে থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৪	**চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত (সকল ধরনের) অভিযান ও আটক (Seizure) মামলা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:** জেলার চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পর্কিত সংস্থা/দপ্তর/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবেচ্য ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে ১৩,৯৭৯টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৭২০টি আটক মামলায় গাঁজা, ফেন্সিডিল, এক্সফসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির সংখ্যা ১২৯ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৭৫টি। জানুয়ারি, ২০২৩ মাসে ১৩,৯৯২টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৯৯০টি আটক মামলায় গাঁজা, ফেন্সিডিল, এক্সফসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৫ জন এবং আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ১২৯টি। গত জানুয়ারি, ২০২৩ মাসের তুলনায় বিবেচ্য ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা ১৩টি হ্রাস, আটক মামলার সংখ্যা ২৭০টি হ্রাস, আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৪৬ জন হ্রাস, আটক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা ৫৪টি হ্রাস পেয়েছে। সভাপতি চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।	মাদক নির্মূল ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার লক্ষ্যে সকল ধরনের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা এবং টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল/৬০ বিজিবি, সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর/আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. অফিসার ইন-চার্জ, আখাউড়া রেলওয়ে থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫	**সীমান্তবর্তী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠান এবং সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত:** সীমান্তবর্তী উপজেলাসমূহ হতে প্রাপ্ত মাসিক বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায় যে, বিবেচ্য ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে ০৩টি সীমান্তবর্তী উপজেলায় ০৩টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৩টি উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে সব কয়টি ইউনিয়নে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সীমান্তবর্তী সকল উপজেলা ও ইউনিয়নে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। একই সাথে সভাপতি বলেন, গতানুগতিক সভার পরিবর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে সভার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	সীমান্তবর্তী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন; সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে প্রেরণ এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিজয়নগর/আখাউড়া/কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৬	**অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল** বলেন, কসবা, আখাউড়া, বিজয়নগর উপজেলার কয়েকটি স্থানের বসত বাড়িতে দিনের বেলা প্রকাশ্যে মাদকদ্রব্য বিক্রি করা হয়। বিশেষ করে আখাউড়া উপজেলার আজমপুর এবং আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের আশেপাশে মাদকদ্রব্য বিক্রি করা হয়। পাশ্ববর্তী জেলাগুলো হতে ট্রেনে আগত যাত্রীরা এসে মাদক সেবন করে পরবর্তী ট্রেনে আবার ফেরত চলে যায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বসতবাড়িগুলো চিহ্নিত করে সীলগালা করাসহ রেলওয়ে স্টেশনে এবং আশেপাশের এলাকায় টহল জোরদার করার অনুরোধ করেন।	কসবা, আখাউড়া, বিজয়নগর উপজেলার যে সকল বসত বাড়িতে মাদকদ্রব্য বিক্রি করা হয়, সেগুলোকে চিহ্নিত করে সীলগালা করার এবং রেলওয়ে স্টেশনে ও আশেপাশের এলাকায় টহল জোরদার করার অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... রেলওয়ে স্টেশন ৪. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৭	**পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া** বলেন, মাদকের বিস্তার রোধে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা খুবই জরুরি। তিনি বলেন, টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করতে পুলিশ ফোর্স সর্বদা প্রস্তুত। এ বিষয়ে যে কোনো সময় সহযোগিতা চাইলে জেলা পুলিশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।	পুলিশ ফোর্সের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২. মেয়র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা ৩. অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল/৬০ বিজিবি, সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮	**সভাপতি ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া** বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আদালতে মাদক মামলার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদক মামলার সংখ্যার হ্রাস করার জন্য বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে অনুরোধ করেন। এছাড়া, দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি রোধে এবং কোনো প্রকার গুজবে কান না দেয়ার বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার অনুরোধ করেন।	১. জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং মাদক মামলার সংখ্যা হ্রাসকল্পে বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধির অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি রোধে এবং কোনো প্রকার গুজবে কান না দেয়ার বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয় ২. অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল/৬০ বিজিবি, সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫. সকল সদস্য, জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সভাপতি আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ শাহগীর আলম
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.১২০০.০১৪.১৬.০১৬.২২.৪৮৭

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪২৯
১৬ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৩) পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪) মেয়র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫) অধিনায়ক, ২৫ বিজিবি, সরাইল/৬০ বিজিবি, সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৬) অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব)/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)/(সার্বিক), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৭) উপপরিচালক, এনএসআই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮) জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৯) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০) বিজ্ঞ পি.পি.(ভারপ্রাপ্ত), ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১১) বিজ্ঞ স্পেশাল পি.পি., ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১২) উপ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩) উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৪) রেঞ্জ বন কর্মকর্তা, বন বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৬) অফিসার ইন-চার্জ, সকল থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৭) সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৮) প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১৯) সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২০) জনাব ....., সদস্য, জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্স কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মোঃ শাহগীর আলম
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট